পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ
বিকাশভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা – ৭০০০৯১

নং – ৮৪২(৩) -ইডিএন(আইএলসি)/ওএম-৩৪এল/২০১৭ তারিখ: ১৬.০৪.২০১৮

প্রেরকঃ – উপ সচিব, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপকঃ – ১। মাননীয় সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা
২। মাননীয় সম্পাদক, বর্তমান
৩। মাননীয় সম্পাদক, এইসময়

মহাশয়,

আজ, ১৬ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধির যে খসড়া সম্পর্কে সংবাদ আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিমুলক এবং এই ধরনের প্রতিবেদন উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে জনমানসে ভুল ধারনা সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির প্রশাসন সম্পর্কিত যে আইন [পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৭] প্রণীত হয়েছে, সেই আইনের নিয়মাবলী প্রনয়ণের জন্য রাজ্যসরকার ০৭(সাত) সদস্যের একটি কমিটি তৈরী করেছেন। তাঁরা এখনও এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করছেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনো রিপোর্ট জমা দেন নি। এমতাবস্থায়, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনোও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না।

আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভ্রান্তিমুলক সংবাদ পরিবেশনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং আশা করছে আগামী দিনে এই ধরণের ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশনা থেকে বিরত থাকবেন।

উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের এই বক্তব্য আপনাদের পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে, যাতে জনমানসে এই ভুল বার্তা যে বিভ্রান্তি তৈরী করেছে তার নিরসন হয়। আমাদের বিশ্বাস, যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আমাদের বক্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে, অন্যথায় এই বিভাগ উপযুক্ত আইনি পরামর্শ নিতে বাধ্য হবে।

ইতি,

বিকাশ ভবন, বিধান নগর
১৬-০৪-২০১৮

(হরিসাধন দাস)
উপ সচিব, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর